বৃষ্টি ও সাহসী মানুষের জন্য প্রার্থনা

“এক ফোটা বৃষ্টি নাই ভাই, কবে যে এই আজাব শেষ হবে! স্থায়ী জান-যটের কারনে, গুলশান থেকে বনানী আসতে গাড়িতে ৪৫ মিনিট সময় লাগে, তারপর এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে যদি দিনে ১২ ঘন্টা কারেন্ট না থাকে, বল ভাই কি হবে এই দেশের? এত হাজার হাজার মেগাওয়াট কারেন্ট এর গল্প শুনি, এই কারেন্ট যায় কোথায়! আষাঢ় মাস, এখনও বৃষ্টির চিহ্ন মাত্র নাই!” শেষ ভরসা আল্লাহ’র কাছে, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনারত ভদ্রলোকের কথায়, প্রচন্ড হতাশা আর অসহায় বোধই ফুটে উঠছিল।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি; সম্ভাবনা এবং শংকা: কয়েক বছর আগে, অতন্ত্য দক্ষ্য ও সৎ প্রশাসক হিসাবে যিনি চট্টগ্রাম বন্দর’কে গতিশীল ও র্দূনীতি মুক্ত করে সারা দেশের মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিলেন, তার কথায় আজ, ‘প্রচন্ড হতাশা আর অসহায় বোধ’ আমাকে সত্যিই বিচলিত করেছিল, সেই দিন। বিদেশে থেকে মনে হয়, সরকারের কাছে আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা কত কম। বিশুদ্ধ পানি, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত, স্থায়ী জান-যট মুক্ত সড়ক আর আইনের শাসন, যা কিনা যে কোন সভ্য সমাজে, মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসাবে গন্য হয়। এখনকার তূলনায় কয়েক দশক আগেও, আমাদের দেশেও এই সমস্ত মৌলিক চাহিদা সর্ম্পূন না হলেও অনেকাংশেই র্পূন হতো। স্বভাবতই আমাদের ধারনা ছিল, কয়েক দশকের মধ্যে র্অথনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে, আমাদের দেশ’ও জনগনের এই সব মৌলিক চাহিদা সর্ম্পূনভাবে পূরন করতে পারবে।

১৯৯১ সালে এরশাদের পতনের পর; গনতন্ত্রের উত্তরনের সাথে সাথে দেশের যখন সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেই সময়ে, বিশেষত ২০০১ সালের পর থেকে মনে হচ্ছে দেশ দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিনত হতে যাচ্ছে। বেসরকারী উদোক্তাদের কারনে দেশের র্অথনীতির চাকা সচল থাকলেও, ক্রমাগত সরকারী ব্যর্থতা আর র্দূনীতির কারনে দেশের মৌলিক অবকাঠামো, যেমন আইন শৃংখলা, যোগাযোগ ও বিদ্যুত ব্যাবস্থা ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে অতিদ্রুত।

র্বতমান অবস্থায় সাধারন মানুষের এখন সরকারের চেয়ে আল্লাহ’র উপরই ভরসা করা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই। বৃষ্টির জন্য, সাধারন মানুষ, আল্লাহ’র কাছে প্রাথনা করতে পারে। কিন্তু আইন শৃংখলা, যোগাযোগ ও বিদ্যুত ব্যাবস্থা ঠিক করার জন্য সাধারন মানুষের প্রার্থনা, আমাদের দেশে সৎ ও যোগ্য সরকারের জন্য। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল পালাক্রমে দুই দুই বার সুশাসন দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর, দেশের মানুষ আর চায় না ক্ষমতার ‘রিভল্ভিং ডোর’ দিয়ে অনন্তকাল ধরে এই দুই দল দেশকে শাসন করে যাক। দেশের মানুষ এখন এই দুই দলের বিকল্প বা তৃতীয় রাজনৈটীক শক্তির জন্য অপেক্ষা করছে, যা কিনা এমনকি সায়ানের গানেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আগামী নিব্বাচনে (যদি সময়মত শান্তির্পূনভাবে অনুষ্ঠিত হয়! যার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে) প্রধান দুই দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবন খুবই কম। যদিও সম্প্রতি সরকারী গোয়েন্দা'রা সরকার'কে বলেছে, "আগামী নিব্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লিগ ১৭০-১৭৫ টি আসন পাবে" (!); যেমনটি ইয়াহিয়া খানকে বলেছিল তার গোয়েন্দারা ১৯৭০ নিব্বাচনের প্রাক্কালে, " আওয়ামী লিগ কোন ভাবেই একক সঙ্খ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না"।

নিব্বাচনের ব্যাপার ছাড়া অন্য সব গুরুত্বর্পূন বিষয়ে আমদের দেশের গোয়েন্দারা যে কত দক্ষ তার এইরকম অনেক উদাহরন আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা, জিয়াউর রহমান হত্যা আর বি ডি আর এর ঘটনার সময়ে তাদের চরম ব্যার্থতা, এই জাতির জীবনে অনেক দূর্ভোগের কারন হয়েছে (এবং ভবিষ্যতেও হবে)।

কে হতে পারে রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি! র্বতমান সরকারের উপর সাধারন মানুষের আস্থা অনেকটাই উঠে গ্যাছে, আর বিরোধী দল, বি, এন, পি'র উপরও আস্থা নাই। সাংগঠনিক ভাবে দূব্বল বি, এন, পি'র, এই অবস্থায় আগামীতে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই অনেকের কাছে প্রশ্ন, **কে হতে পারে রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি?**

বেশ কিছু দিন ধরেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি'র আগমনের কথা শুনা যাচ্ছে। সাধারনভাবে, এই তৃতীয় শক্তি বলতে পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনী'কেই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। ১/১১ এর তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সামরিক বাহিনী পক্ষ থেকে এই মূহুর্তে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা খুবই কম। আর সামরিক বাহিনী কখনোই স্থায়ী তৃতীয় শক্তি বা সমাধান হতে পারে না। তাই সামরিক বাহিনী ব্যাতীত আর কে হতে পারে সম্ভাব্য তৃতীয় শক্তি, তাই নিয়েই আজকের এই আলোচনা। এই সম্ভাব্য তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি'ই হতে পারে সামরিক বাহিনীর সত্যিকারের গ্রহনযোগ্য বিকল্প।

ইউ, কে'তে যেমন এল, ডি, পি; অস্ট্রেলিয়া'য় গ্রীন; তৃতীয় শক্তি হিসাবে গুরুত্বর্পূন ভূমিকা রাখছে, তেমনি বাংলাদেশে এই ধরনের তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কে বা কারা এবং কি ভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করার সময় এখনই।

তৃতীয় শক্তি, দূব্বলতা এবং বাস্তবতাঃ আমাদের দেশের রাজনীতির এই দুরবস্থার জন্য আমাদের দেশের মানুষের অন্ধ আনুগত্যই মূলত দায়ী। এই অন্ধ আনুগত্যের জন্য, অতীতে অনেক চেষ্টাই অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যেমন গন ফোরাম ও বিকল্প ধারা। কামাল হোসেন তো দুরের কথা, এমনকি সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী'ও জনপ্রিয় র্মাকা ছাড়া নিজের আসনেও নিব্বাচিত হতে পারেন নাই। আর এই সব উদাহরনই, তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় মানসিক বাধা।

‘র্মাকা’ মারা আনুগত্যঃ দল বিশেষত দলীয় র্মাকার প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও অশিক্ষাই সৎ ও যোগ্য তৃতীয় রাজনৈতক শক্তির বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। দেশের ভোটারদের বিরাট এক অংশ গত কয়েক দশক ধরে, প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার না করে, অনেকটা চোখ বন্ধ করে নৌকা বা ধানের শীষ র্মাকা দেখে ব্যালট পেপারে সীল মেরে চলেছেন। মনে হয় এইসব অন্ধ, অশিক্ষিত ভোটারদের মগজে ‘র্মাকা’র ছাপ পড়ে গ্যাছে, যার ফলে তারা স্বাভাবিক চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন!

বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন’এর সেই নৌকা’য় এখন ‘আবুল হোসেন’ আর ‘কম খান’রা (সাবেক বানিজ্যমন্ত্রি ফারুক খান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে রাখতে ব্যার্থ্ হওয়ার পর, সাধারন মানুষ’কে কম খাওয়ার উপদেশ দেওয়ার পর থেকে তার নাম হয়ে যায়,’কম খান’) যে বসে আছেন, সেই দিকে দেখার বা বিবেচনা করার মত মানসিকতা, এই সব ভোটারদের নেই। একই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য ধানের শীষ’এর সর্মথক’দের বেলায়ও।

কোন সভ্য দেশে, ব্যালট পেপারে র্মাকা থাকে না। আমাদের দেশে যেমন জাতীয় নেতাদের ছবি নিব্বাচনী পোষ্টারে ব্যাবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি নিব্বাচনী ‘র্মাকা’ নিষিদ্ধ করার সময়ও এসে গ্যাছে। কারন, যে ভোটার তার পছন্দের প্রার্থীর নাম বাংলায় পড়তে পারে না, তার ভোট দেওয়ার অধিকার কতটা যুক্তিযুক্ত, তা ভেবে দেখার সময় এখন এসেছে।

প্রধান দুই দলের সর্মথকদের মধ্য নিরক্ষর মানুষ এর সংখ্যা বা অনুপাত প্রায় একই ধরনের। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন’দের ভোটাধিকার বাতিল করার ফলে, এই প্রধান দুই দলের তূলনামূলক ভাবে তেমন কোন ক্ষতি হবে না।

অক্ষরজ্ঞানহীন’দের ভোটাধিকার বাতিল করার ফলে, এর বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে লাভ হতে পারেঃ প্রধান দুই দল তাদের অক্ষরজ্ঞানহীন ভোটারদের’ শিক্ষিত করার অন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে পারেন এবং দেশের সাক্ষরতার হার খুব দ্রুত ১০০ ভাগ হয়ে যেতে পারে!

দেশের র্বতমান পরিস্থীতিতে তৃতীয় শক্তি কখনো একদিনে জন্ম নিবে না, তাদের সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন সাহসী ও যোগ্য নেতৃত্ব আর একটি নিবেদিত সর্মথক গোষ্ঠী বা গ্রহনযোগ্য আর্দশ বা মতবাদ। যে রকম আছে, আস্ট্রেলিয়ায় গ্রীন এর সর্মথক গোষ্ঠী বা ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বামপন্থী বিরাট সর্মথক গোষ্ঠী। **আর প্রয়োজন, আইনের শাসন, যাতে এই বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়।**

বাংলাদেশে বামপন্থী’রা এখন বিরল প্রজাতিতে পরিনত হলেও, ডানপন্থী মৌলবাদী দলগুলি নীরবে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। ডানপন্থী সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল, জামাত এখন কিছুটা কোনঠাসা অবস্থায় থাকলেও, সময়মত এই দুই দলের ব্যার্থতার সূযোগ কাজে লাগাতে যে ভিতরে ভিতরে তৈরী হয়ে আছে তা বলাই বাহূল্য।

বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনীতি কখনোই সুবিধা করতে পারে নাই বা গ্রহনযোগ্যতা পায় নাই, তাই ডান বা বামপন্থীরা কখনোই সহনশীল, দ্বায়িত্বশীল এবং সঙ্খ্যাগরিষ্ঠ জনগনের কাছে গ্রহনযোগ্য তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হতে পারে না। এই তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হতে হবে গনতান্ত্রিক এবং এর নেতৃত্ব হতে হবে সৎ, যোগ্য এবং সাহসী, অনেকটা শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদের মত। কামাল হোসেনের মত শিক্ষত ও যোগ্য; কিন্তু বিপদে বিদেশে পাড়ি জমানো ভীতু নেতৃত্ব নয়।

সম্ভাবনা এবং বাস্তবতাঃ হিলারী ক্লিনটনের সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের সময়, ডঃ ইউনুস ও ফজলে হাসান আবেদ এর সংগে আলাদা বৈঠকের পর, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের জন্য সুশীল সমাজ থেকে প্রতিনীধিত্বমূলক সরকার নিব্বাচনের কথা এখন খুউব চালু আছে (ইতালীর সরকারের অনুরূপ)। এই প্রতিনীধিত্বমূলক সরকারের মূল লক্ষ্য হবে দেশে স্থিতিশীল অবস্থা ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা এবং একই সাথে মৌলবাদ প্রতিহত করা। এই সুশীল সমাজ থেকে প্রতিনীধিত্ব মূলক সরকার অবশ্যই সামরিক বাহিনী সর্মথিত হবে। এই সরকারের সাথে আওয়ামী লিগ এবং বি এন পি'র কিছু সিনিয়র নেতার যোগদানের সম্ভাবনা অতন্ত্য প্রবল। একই সাথে এই যোগদান, প্রতিনীধিত্ব মূলক সরকার'কে পরোক্ষ্যভাবে রাজনৈতিক এবং জনপ্রতিনিধীত্ব মূলক সরকারের প্রলেপ এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিবে।

এই সম্ভাব্য যোগদানের যুক্তি/কারন হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আওয়ামী লীগ এবং বি এন পি'র অসন্তুষ্ট সিনিয়র নেতারা, যাদের জীবদ্দশায় দলীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে অবজ্ঞা আর অপমান ছাড়া নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তাদের অনেকটা প্রতিশোধ হিসাবেই এই সরকারে যোগদানের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থীতি অনূকুল হলে, তোফায়েল আহমেদ, আমু বা মরহুম নেতা রাজ্জাকের অনুসারীরা কোনঠাসা অবস্থা থেকে বেড়িয়ে এসে, পরিবারতন্ত্রের কবল থেকে দল'কে মুক্ত করার জন্য শেষ চেষ্টা করতে পারেন।

সাহসী মানুষের জন্য প্রার্থনাঃ আমাদের দেশে এই মূহুর্তে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সাহসী মানুষের। সাহসী মানুষ মানেই যে সবার যুদ্ধে যেতে হবে তা নয়। সবাই তার স্বীয় অবস্থান থেকেই সাহসী ভূমিকা রাখতে পারেন। অক্ষরজ্ঞানহীন'দের কথা বাদই দিলাম, আমাদের শিক্ষিত সমাজ, যাদের সংখ্যা এবং অনুপাত, সমগ্র দেশের তূলনায় ঢাকা শহরে অনেক বেশী, সেখানে কখোনই দেখলাম না, শিক্ষিত সমাজ সাহস করে, প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে, কোন সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর জন্য নিব্বাচনে প্রচার করা তো দূরে থাক, কোন সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নিব্বাচিত করেছে!

আমাদের জাতির গব্ব, ডঃ ইউনুসকে যখন হেনস্তা করা হচ্ছিল, তখন খুবই কষ্টের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, ডঃ ইউনুসের পক্ষ্যে সাহস করে তেমন কেউই এগিয়ে আসলেন না। সম্মানী এবং জ্ঞানী জনদের এই হেনস্তা করার ঘৃন্য প্রক্রিয়া শুধু মাত্র ডঃ ইউনুসের দিকেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, ক্রমে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও জ্ঞান প্রচারক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ'এর দিকেও ধাবিত হোল। আর এই অপচেষ্টা'র খলনায়ক'রা (শেখ সেলিম এবং আরো কয়েকজন) তা করলেন, পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়ে।

তবে আশার কথা দেশে এখনও সাহসী মানুষ আছেন। যেমন, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার শওকত আলী পরদিনই এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সম্ভবত তাই এই ঘৃন্য প্রক্রিয়া আর ডাল-পালা ছড়াতে পারে নাই। জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার শওকত আলী, তার এই সময়োচিত সাহসী পদক্ষেপের জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। আরো যেমন সাহসী মানুষ ছিলেন, মিরপুরের হযরত আলী, যিনি এককভাবে ছিনতাই প্রতিরোধ করতে গিয়ে জীবন দেন।

তৃতীয় শক্তি বা সরকারঃ যা আগে ছিল স্বল্প মেয়াদী ত্বত্তাবধায়ক সরকার এবং ভবিষ্যতে হতে পারে র্দীঘ মেয়াদী, কমপক্ষে পাঁচ থেকে দশ বছর মেয়াদী ত্বত্তাবধায়ক সরকার। সুশীল সমাজ থেকে প্রতিনীধিত্ব মূলক সরকার' এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে, সন্ত্রাসী ও র্দূনীতিবাজদের সাজা হবে, ধীরে ধীরে র্দূনীতি, বিদ্যুত চুরি ও ট্রাফিক জ্যামও কমে যাবে, কালো টাকার দৌরাত্য হ্রাস পাবে। আর সেই সাথে সৎ, যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্ব তৈরী হওয়ার পরিবেশ তৈরী হবে। আর হয়তো তৈরী হবে দেশের তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি, যেই শক্তি হবে পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত, সত্যিকারের রাজনৈতিক শক্তি।

আমাদের দেশের এই বন্ধ্যা রাজনীতিতে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার 'গনতান্ত্রিক সহনশীল তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির' জন্ম নেয়া সম্ভব নয়। তাই সুশীল সমাজ থেকে প্রতিনীধিত্ব মূলক সরকার' এর র্দীঘ মেয়াদী লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাদের সময়কালে টেস্ট টিউব বেবী'র মত গনতান্ত্রিক এবং সহনশীল তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া; এবং এই শক্তিকে পরিনত হওয়ার সময় দেওয়া।

পাদটিকাঃ আমাদের দেশে সৎ, যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্ব তৈরী না হওয়ার জন্য আমরাই (দেশের জনগন) সরাসরি দায়ী। আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সৎ, যোগ্য ও মেধাবী নেতা, তাজউদ্দিন আহমেদের সহ জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া তো দূরে থাক, আমরাই জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসাবে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ দিয়েছি, বছরের পর বছর সেই নিয়োগ বহাল রেখেছি, হত্যাকারীদের বংশধরদের ভবিষ্যত সুন্দর করার জন্য, তাদের বিদেশে পড়াশুনার যাবতীয় খরচ, আমরাই বহন করেছি! আজও সেই ঘৃন্য ও র্নিমম হত্যাকান্ডের বিচার হয় নাই! আর এত কিছুর পরেও আমরা র্নিলজ্বের মত সৎ, যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্বের জন্য প্রাথনা করি।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনি ২০ জুন ২০১২ victory1971@gmail.com